গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শেরপুর জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	
প্রস্তাবনা	
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি সংস্থা। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই শেরপুর জেলার কার্যক্রম শুরু হয়। শেরপুর জেলার পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন কার্যক্রম জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ইউনিট নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা ইউনিট সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

বিগত তিন বছরে শেরপুর জেলায় পল্লী ও পৌর এলাকয় ৪৯৫৯টি বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস, ৪টি উৎপাদক নলকূপ, ৯০টি কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন, ৪৩.৯০কিঃমিঃ পাইপ লাইন স্থাপন ও ৪.৩০ কি.মি. ড্রেন নির্মাণ করা হয়। এছাড়াও পল্লী ও পৌরএলাকায় স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে ৫৬টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন / পাবলিক ল্যাট্রিন স্থাপিত হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

পাহাড়ী অঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শেরপুর জেলার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এছাড়াও বিভিন্ন উপজেলায় আর্সেনিক ও আয়নের মাত্রতিরিক্ত উস্থিতি উদ্যেগের বিষয়। শুষ্ক মৌসুমে পানির স্থিতিতল নিচে নেমে যাওয়ায় বেশীরভাগ নলকূপ অকেজো অবস্থায় থাকে।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো চাহিদার তুলনায় উপযুক্ত প্রকল্পের স্বল্পতা। এছাড়াও কিছু এলাকায় আর্সেনিক ও আয়রন সমস্যা বিদ্যমান থাকায় এলাকা সমূহে সঠিক প্রযুক্তির পানির উৎস নির্বাচন সমস্যা অন্যতম।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শেরপুর জেলার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎপরিকল্পনা রয়েছে যেমন প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎসস্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, জেলার প্রতিটি ইউনিয়েনে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন। স্বাস্থ্য সম্মত উন্নত মানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন- ১৩৫২টি
- গ্রামীণ এলাকায় পাইপ ওয়াটার স্কীম- ৫টি
- কমিউনিটি ভিত্তিক স্মল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম- ১১৪টি
- হ্যান্ড ওয়াশ স্টেশন স্থাপন-২৭টি।
- পল্লী অঞ্চলে পাবলিক ল্যাট্রিন স্থাপন- ১২টি
- কমিউনিটি ক্লিনিকে স্যানিটেশন ও হাইজিন ফ্যাসিলিটি-২১টি।
- পানির গুণগতমাননিশ্চিতকল্পে পানির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা- ১৫১৩টি

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শেরপুর জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের ২৫ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: